



125897 - যবে ব্যক্‌ত শিষে তশাহ্‌হুদ না পড়ুে সালাম ফরিয়িে ফলেছে

প্রশ্ন

যবে ব্যক্‌ত শিষে তশাহ্‌হুদরে জন্‌য বসছেন; কনিতু তশাহ্‌হুদ উচ্চারণ করতে ভুলে গছেন— তার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

শিষে তশাহ্‌হুদ পড়া ও এর জন্‌য বসা নামায়রে দু'টো রুকন; এ দুটো ব্যতীত নামায় সহি হবো না।

"যাদুল মুসতাকনি" গ্রন্থে নামায়রে রুকনসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে: "শিষে তশাহ্‌হুদ ও এর জন্‌য বসা"।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন: "শিষে তশাহ্‌হুদ হচ্চে— নামায়রে দশম রুকন। এর দললি হচ্চে— আব্দুল্লাহ বনি

মাসউদ (রাঃ) এর হাদিসি তিনি বলেন: আমাদরে উপর তশাহ্‌হুদ ফরয করার আগে আমরা বলতাম: **السلام على الله من عباده،**

**السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان** (বান্দাদরে পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি সালাম। জব্রাইল ও

মিকাইলের প্রতি সালাম এবং অমুক ও অমুকরে প্রতি সালাম)।[দারাকুতনী সহি সনদে বর্ণনা করছেন] এ হাদিসি

দললিযোগ্য অংশ হচ্চে "আমাদরে উপর তশাহ্‌হুদ ফরয করার আগে"।

যদি কটে বলে: আমাদরে অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করছে— প্রথম তশাহ্‌হুদ। যহেতে প্রথম তশাহ্‌হুদও তশাহ্‌হুদ; অথচ তা

সত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম তশাহ্‌হুদ ছড়ে দিয়েছিলেন এবং সাহু সজেদার মাধ্যমে এ ভুলকে

শোধরানরে চেষ্টা করছেন। এটা তো ওয়াজবি আমলরে হুকুম। তাই শিষে তশাহ্‌হুদরে বধিানও ক'অনুরূপ হবো না?

জবাব হচ্চে: না। মূল বধিান হচ্চে দুটো তশাহ্‌হুদই ফরয। এই বধিান থেকে প্রথম তশাহ্‌হুদ সুন্নাহর দললিরে ভিত্তিতে

বেরিয়ে গেলে। যহেতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তশাহ্‌হুদ ছড়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি সাহু সজেদার

মাধ্যমে সটোর ক্‌ষতপূরণ করছেন। অতএব, শিষে তশাহ্‌হুদ এর মূল বধিান রুকন হিসেবে ফরয হওয়ার উপর অটুট থাকল।

"এর জন্‌য বসা" এটি নামায়রে একাদশ রুকন। অর্থাৎ তশাহ্‌হুদরে জন্‌য শিষে বঠেক রুকন। ধরে নহি কটে একজন সজেদা

থেকে সোজা দাঁড়িয়ে গেলে এবং দাঁড়িয়ে তশাহ্‌হুদ পড়ল—এভাবে জায়বে হবো না।। যহেতে সবে ব্যক্‌ত নামায়রে একটা রুকন



ছড়ে দয়িছে। সটো হল বঠৈক। তাকে অবশ্যই বসতে হবে এবং তাশাহ্‌হুদটি অবশ্যই বসে পাঠ করতে হবে। যহেতে তনি বলছেন: "এর জন্য বসা" এ কথা মাধ্যমে তনি বঠৈককে তাশাহ্‌হুদরে সাথে সম্বন্ধতি করছেন এ কথা বুঝানোর জন্য য়ে, তাশাহ্‌হুদ অবশ্যই একই বঠৈক হতে হবে।[আল-শারহুল মুমতি (৩/৩০৯) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

যে ব্যক্তি নামায়ের কোন একটি রুকন আদায় করতে ভুলে গেছে তার উপর অনবির্ষ হল সটো আদায় করা; নচেং তার নামায় শুদ্ধ হবে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "আরকানগুলোও ওয়াজবি (আবশ্যকীয়) এবং ওয়াজবিগুলোর চয়েে রুকনসমূহ অধিক তাগদিপূর্ণ। তবে রুকনগুলো ওয়াজবিগুলোর চয়েে এদকি থেকে আলাদা য়ে, ভুলে গেলে রুকনগুলো মওকুফ হয় না; অথচ ওয়াজবিগুলো মওকুফ হয়ে যায় এবং সাহু সজেদা দয়ের মাধ্যমে ওয়াজবি বাদ পড়ার ক্ষতিপূর্ণ করা যায়। কনিতু রুকনগুলো এর বপির্ীত। তাই ভুলবশতঃ কোন রুকন ছুটে গেলে সটো আদায় করা ছাড়া নামায় সহহি হয় না।"

তনি আরও বলেন: "সাহু সজেদার মাধ্যমে রুকনগুলোর ক্ষতিপূর্ণ না হওয়ার দললি হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন য়োহর বা আসররে নামায়ের দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়ে ফলেলে তখন তনি নামায়ের অবশ্যিটাংশ আদায় করে নামায় সম্পূর্ণ করলে এবং সাহু সজেদা দলিলে। এতে করে প্রমাণতি হল য়ে, ভুলে গেলেও রুকনগুলো মওকুফ হয় না। বরং সগুলো সম্পন্ন করতে হয়।"[আল-শারহুল মুমতি (৩/৩১৫, ৩২৩)]

অতএব, য়ে ব্যক্তি শিষে তাশাহ্‌হুদ না পড়ে সালাম ফরিয়ে ফলেছেন যদ বিশেি বলিম্ব না হয় তাহলে তনি পুনরায় নামায়ে ফরিয়ে য়াবনে এবং বসে তাশাহ্‌হুদ পড়ে তারপর সালাম ফরীবনে। এরপর সাহু সজেদা দবিলে। এরপর পুনরায় সালাম ফরীবনে। আর যদ বিশেি দরী হয়ে যায় তাহলে গটো নামায় পুনরায় পড়বনে।

আল্লাহ্‌ই সর্ববজ্ঞঃ।